দৈনিক বাংলা

তারিখ ...04 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ইংরেজী শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা

এ বছর দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট ছিল হতাশাব্যঞ্জক। ফেলের হার আশংকাজনকভাবে বেশী ছিল। পত্রিকান্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই পরীক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্যতার কারণ ইংরেজী। ফেল করা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ জন ইংরেজীতে পাস নম্বর তুলতে না পারার জন্যই ফেল করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্যতার দায় সম্পূর্ণভাবে তাদের ওপর চাপানো ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনাও জরুরী হয়ে পড়েছে। দেশে ইংরেজী শিক্ষার অবস্থা ভাল নয় বলে জানা যাচ্ছে। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে, ইংরেজী বিষয় যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন ইংরেজী শিক্ষকদের অনেকে পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুই বোঝেন না। ইংরেজী শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থনির্ভর হয়ে পড়েছে।

দেশে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থা যৌক্তিক বলেই আমরা মনে করি। ইংরেজী না শিখলে শিক্ষিত হওয়া যায় না, এ কথা হয়ত সত্যি নয়। তবে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার একটা বাস্তব গুরুত্ব রয়েছে। বিদেশে তো বটেই এমন কি যারা দেশেই চাকরি-বাকরি করবে তাদের ইংরেজী শিক্ষা থাকলে জীবিকার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং আমাদের অতিপ্রিয় ভাষা। কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিত তেমন সুদৃঢ় নয় যে শুধু নিজস্ব ভাষা জানা থাকলেই কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা যাবে। তবে ইংরেজী লিংগুয়া ফ্রাংকা বা আন্তর্জাতিক ভাষার মান অর্জন করলেও আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই একাধিক ভাষা শিক্ষার প্রচলন আছে। ইংরেজরাও ফরাসী ভাষা জানলে ও বলতে পারলে গর্ববোধ করে। স্প্যানিশ ইটালিয়ান আরবীসহ বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করাকে অনেকেই গৌরবের বিষয় মনে করেন।

পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশে শুধু যে ইংরেজী শিক্ষারই বেহাল অবস্থা, তা নয়। একজন শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন, শুধু ইংরেজী নয়, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বাংলাও ভালভাবে শিখছে না। অতএব, দোষ ইংরেজী শিক্ষার নয়, সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার।

অপ্রিয় হলেও যে কথা সত্যি সে হল আমাদের দেশের ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক কোন মহলই শিক্ষায় গুরুত্ব দেয় না। কিছু শেখার জন্য এখানে পড়াশুনা হয় না। মূলত পাস করার জন্য হয়। সহজে কিস্তিমাতের মানসিকতা এখানে ব্যাপক। তাই এখানে নকল আছে, ফেল আছে। শিক্ষিত ডিগ্রীধারীদের অনেকেও এখানে অশিক্ষিতই থেকে যায়।

এ অবস্থার পরিবর্তন চাইলে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে, মানসিকতায়ও পরিবর্তন আনতে হবে। জ্ঞানার্জন শব্দ যদি ভারী শোনায় তাহলে আমরা বলব, শেখার জন্য শিক্ষা। ছাত্রাবস্থায় যে ভালভাবে শিখতে পারে না সে কখনও ভাল শিক্ষকও হতে পারে না। শুধু ইংরেজী নয় সব শিক্ষাই সাধনার বিষয়। আমাদের দেশের ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবকদের এটা বুঝতে হবে।